# লিপির উদ্ভব ও ইতিহাস

**মানবজাতির লেখার শুরু থেকে বাংলা বর্ণমালা পর্যন্ত**

## লিপি কী এবং কেন দরকার হলো?

মানুষ কথা বলতে পারত লক্ষ বছর আগে থেকেই। কিন্তু কথা বাতাসে মিলিয়ে যায়– স্মৃতি থাকে না, দূরে পাঠানো যায় না, পরের প্রজন্মকে দেওয়া যায় না। এই সমস্যার সমাধান করতেই মানুষ লিপি আবিষ্কার করেছে।

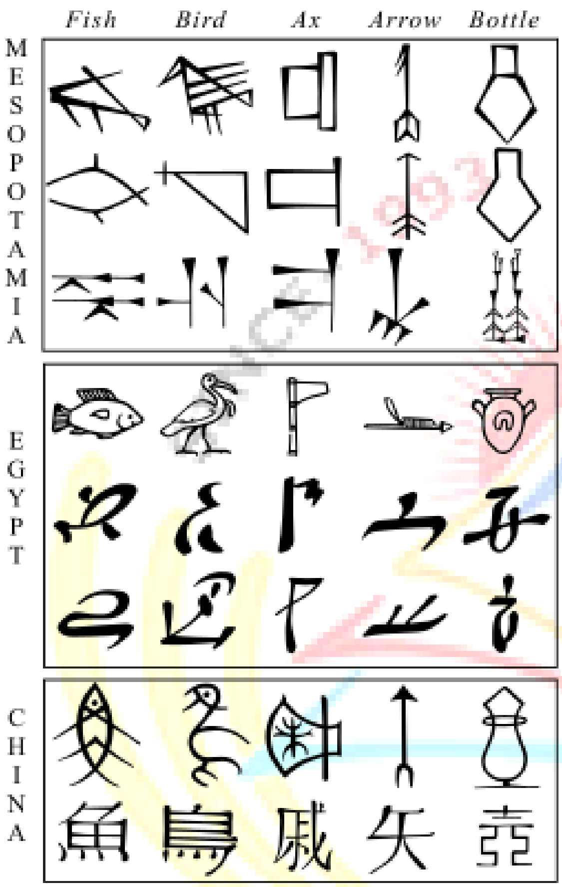


কিউনিফর্ম, মিশরীয় ও চীনা অক্ষরে চিত্রলিপি থেকে বিমূর্ত আকৃতিতে ক্রমবিকাশের তুলনামূলক বিবর্তন

**হায়ারোগ্লিফিক পাঠের অনুবাদ-প্রচেষ্টা:** Tale of Two Brothers থেকে প্রাচীন মিশরীয় লিপি, উচ্চারণ ও অর্থের তুলনামূলক উপস্থাপন

লিপি বলতে বোঝায় কথ্য ভাষাকে দৃশ্যমান স্থায়ী চিহ্নে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি। লেখার আবিষ্কারকে তাই বলা হয়– মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন।[১]

| হিসাব রাখা | ধর্মীয় কাজ | ইতিহাস সংরক্ষণ |
|---|---|---|
| (শস্য, পশু, বাণিজ্য) | (মন্ত্র, প্রার্থনা, সমাধি লিপি) | (রাজার কীর্তি, আইনকানুন) |

**গুহাচিত্র: লিপির আদি পূর্বপুরুষ**

আর্জেন্টিনার সান্তাক্রজ প্রদেশের Cave of the Hands Cueva de las Manos (স্প্যানিশ ভাষায়) গুহায় অঙ্কিত গুহাচিত্র

উত্তর সোমালিয়ার Laas Geel কমপ্লেক্সে অঙ্কিত গুহাচিত্র

ভীমবেটকা প্রস্তরক্ষেত্রে প্রস্তর চিত্র

*১. উইকিপিডিয়া বাংলা– গুহাচিত্র। "প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ প্রায় ৪০,০০০ হাজার বছর আগে অঙ্কন করেছিল।*

## গুহাচিত্র কী?

গুহাচিত্র হলো প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রাচীন গুহার দেয়াল বা ছাদে আঁকা ছবি। ইংরেজিতে বলে Cave Painting বা Parietal Art। আনুমানিক ৪০,০০০ বছর আগে মানুষ এই ছবি আঁকতে শুরু করে– যখন লেখার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।[২]

**সহজ কথায়:** লেখা আবিষ্কারের বহু আগে মানুষ ছবি দিয়ে মনের কথা প্রকাশ করত– এটাই লিপির সবচেয়ে আদি রূপ।

### কোথায় পাওয়া গেছে?

ইউরোপ → ফ্রান্স (লাস্কো, শোভে), স্পেন (আলতামিরা)

এশিয়া → ভারত (ভীমবেটকা), ইন্দোনেশিয়া (সুলাওয়েসি)

আফ্রিকা → দক্ষিণ আফ্রিকা, সোমালিয়া, আলজেরিয়া

আমেরিকা → ব্রাজিল (সেরা দা কাপিভারা), যুক্তরাষ্ট্র

অস্ট্রেলিয়া → কাকাড়ু, আর্নহেম ল্যান্ড

### কত প্রাচীন?

| আবিষ্কারের স্থান | দেশ | আনুমানিক বয়স |
|---|---|---|
| সুলাওয়েসি গুহা | ইন্দোনেশিয়া | ৪০,০০০ বছর |
| শোভে গুহা | ফ্রান্স | ৩০,০০০–৩২,০০০ বছর |
| লাস্কো গুহা | ফ্রান্স | ১৭,০০০ বছর |
| ভীমবেটকা | ভারত | ৩০,০০০ বছর |
| আলতামিরা | স্পেন | ১৪,০০০–২০,০০০ বছর |

লিপি তৈরির অনেক আগে মানুষ ছবি আঁকত। ফ্রান্সের লাস্কো গুহায় (Lascaux Cave) প্রায় ১৭,০০০ বছর আগের ছবি পাওয়া গেছে – ঘোড়া, বাইসন, হরিণের অবয়ব। স্পেনের আলতামিরা গুহায় পাওয়া গেছে ৩৫,০০০ বছরের পুরোনো চিত্র।

এগুলো লিপি নয়, কিন্তু লিপির পূর্বপুরুষ। এখান থেকেই মানুষের মাথায় আসে – ছবি দিয়ে কথা বলা যায়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গুহাচিত্র | → চিত্রলিপি | → ভাবলিপি | → বর্ণমালা |
| ৩৫০০০ খ্রিস্টপূর্ব | ৫০০০ খ্রিস্টপূর্ব | ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব | ১০৫০ খ্রিস্টপূর্ব |
| ছবি মাত্র | → ছবি = অর্থ | → প্রতীক = ধারণা | → চিহ্ন = ধ্বনি |

## পৃথিবীর প্রথম লিপি – কিউনিফর্ম (Cuneiform)

## কোথায়, কখন, কেন?

লেখার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় ৩,৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক)। সুমেরীয়রাই প্রথম সত্যিকারের লেখার পদ্ধতি তৈরি করে। উরুক (Uruk) শহরের বড়ো মন্দির এবং এস্টেটগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার প্রয়োজন থেকেই কাদামাটির ফলকে তথ্য লেখার প্রচলন শুরু হয়।

[২]. *Ghosh, Pallab – BBC News. "Cave paintings change ideas about the origin of art." সংগ্রহের তারিখ ৮ অক্টোবর ২০১৪।*

| | |
|---|---|
| তুরস্কের ভ্যান দুর্গে অবস্থিত জেরক্সস প্রথমের একটি ত্রিভাষিক কিউনিফর্ম শিলালিপি। এটি আখেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাজকীয় শিলালিপি, যা প্রাচীন ফারসি, এলামীয় ও ব্যাবিলনীয় কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা। | **ধাপসমূহ:**<br>১. প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে চিত্রলিপিটি যেভাবে আঁকা হতো, তা দেখানো হয়েছে।<br>২. প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০০–২৬০০ অব্দে ঘোরানো অবস্থায় চিত্রলিপিটি যেভাবে লেখা হতো, তা দেখানো হয়েছে।<br>৩. প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ থেকে প্রাচীন স্মারক শিলালিপিতে ব্যবহৃত বিমূর্ত প্রতীকের রূপ দেখানো হয়েছে।<br>৪. তৃতীয় ধাপের সমসাময়িক সময়ে মাটির ফলকে প্রতীকটি যেভাবে লেখা হতো, তা দেখানো হয়েছে।<br>৫. খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষভাগের রূপ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।<br>৬. খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে ব্যবহৃত প্রাচীন আসিরীয় লিখনরীতি দেখানো হয়েছে, যা পরে হিট্টাইটরা গ্রহণ করেছিল।<br>৭. খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরু থেকে লিপিটির বিলুপ্তি পর্যন্ত আসিরীয় লিপিকারদের ব্যবহৃত সরলীকৃত প্রতীকের রূপ এখানে দেখানো হয়েছে। |

## কীভাবে লেখা হতো?

নরম কাদামাটিতে নলখাগড়া বা হাড়ের তৈরি কলম চেপে কীলকাকার (wedge-shaped) চিহ্ন তৈরি করা হতো। ল্যাটিন শব্দ cuneus মানে কীলক– সেখান থেকেই 'কিউনিফর্ম' নামটি এসেছে।

প্রথম দিকের চিহ্নগুলো ছিল বস্তুর ছবির মতো। ২৯০০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে লেখকরা বুঝলেন যে, সরল কীলক-রেখা দিয়ে লেখা অনেক দ্রুত। ধীরে ধীরে ছবির মতো আকৃতি বদলে গেল বিমূর্ত কীলক-চিহ্নে।

প্রথম দিক (৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্ব) পরে (২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব) শেষ দিক (৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব)

ছবির মতো চিহ্ন → আধা-বিমূত → সম্পূণ কীলক-চিহ্ন

(Pictographic) (Transitional) (Full Cuneiform)

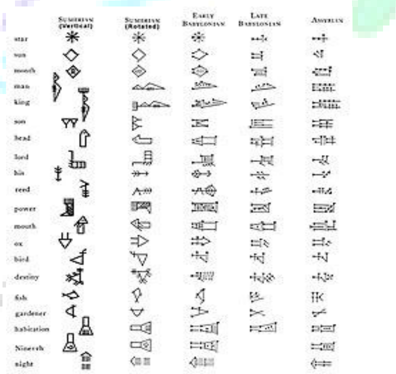

প্রাচীন বা আদিম উল্লম্ব লিপি থেকে আসিরীয় রূপ পর্যন্ত কিউনিফর্ম চিহ্নগুলোর ধীরে ধীরে সরলীকরণ দেখানো একটি সারণি

## কী লেখা হতো?

| সময়কাল | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| ৩৩০০–৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব | শস্য ও পশুর হিসাব |
| ৩০০০–২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব | রাজকীয় আদেশ, ধর্মীয় পাঠ |
| ২৫০০–২০০০ খ্রিষ্টপূর্ব | সাহিত্য– গিলগামেশের মহাকাব্য |

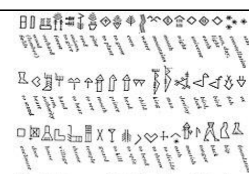

| | | |
|---|---|---|
| ২০০০–১০০০ খ্রিস্টপূর্ব | আইন– হাম্মুরাবির বিধিসংহিতা | |
| ১,০০০–১০০ খ্রিস্টপূর্ব | জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত | *খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৩০০ অব্দের আগে উল্লম্বভাবে ব্যবহৃত আদিম কিউনিফর্ম লিপির প্রাথমিক চিত্রধর্মী চিহ্নসমূহ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 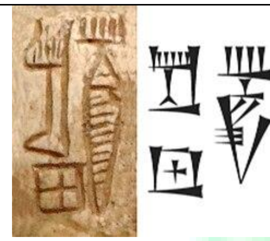 | 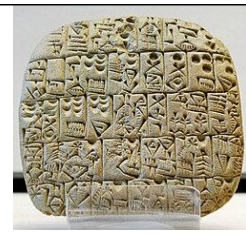 |
| ব্লাউ মনুমেন্টসে প্রোটো-কিউনিফর্ম চিহ্ন ও চিত্রকল্প একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে; খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০–২৭০০ অব্দ | স্মারকধর্মী আদিম শৈলীতে লেখা একটি সুমেরীয় শিলালিপি; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৬ শতক | "লুগাল-দালু" রাজনামটি খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৫০০ অব্দের আদিম রৈখিক লিপিতে লেখা এবং একই নামটি মানক সুমেরো–আক্কাদীয় কিউনিফর্ম লিপিতে শৈলীযুক্ত রূপে লেখা হয়েছে: | মাটির ফলকে ব্যবহারোপযোগী করে তৈরি কীলকাকৃতির কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা একটি জমি ও বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তিপত্র; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ |

মানবজাতির ইতিহাসে কিউনিফর্মই প্রথম লেখার পদ্ধতি। ব্রিটানিকার ভাষায়, 'প্রথম দিকে লেখা ব্যবহার হতো শুধু সংখ্যা, বস্তুর নাম ও ব্যক্তিনামের জন্য।' ধীরে ধীরে এটি পূর্ণ ভাষা লেখার সক্ষমতা অর্জন করে।

'The earliest known writing system, cuneiform, was first used to write the Sumerian language (c. 3300 BCE), and later the Akkadian, Babylonian, Assyrian, Elamite, Hurrian, Hittite, Old Persian, and Ugaritic languages.'

**সুমেরো–আক্কাদীয় কিউনিফর্ম অক্ষরমালা/শব্দাংশমালা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দ**

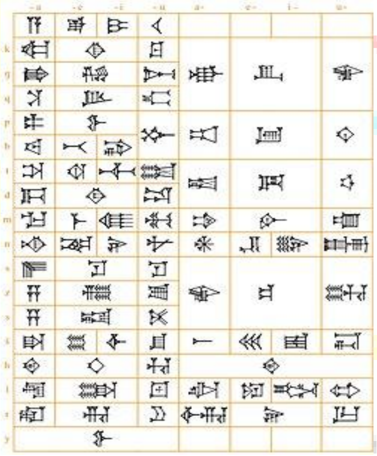

বাম পাশে: প্রাথমিক আক্কাদীয় শাসকদের ব্যবহৃত সুমেরো–আক্কাদীয় কিউনিফর্ম শব্দাংশমালা। ডান পাশে: আক্কাদের নারাম-সিনের সিলমোহর; পাঠযোগ্যতার সুবিধার জন্য উলটো করে দেখানো হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২২৫০ অব্দ।

নারাম সিনের নাম আক্কাদীয় ভাষায় 𒀭𒈾𒊏𒄠𒀭𒂗𒍪 : DNa-ra-am DSîn– ডান দিকের কলামে উল্লম্বভাবে দেখা যায়। এখানে ‘সিন’ দেবতার নাম 𒂗𒍪 EN.ZU চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে।

এগুলো সুমেরো-আক্কাদীয় কিউনিফর্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ সুমেরো-আক্কাদীয় চিহ্নতালিকায় প্রায় ৬০০টি চিহ্ন ছিল এবং প্রতিটি চিহ্নের আরও অনেক ‘মান’ বা উচ্চারণ-সম্ভাবনা ছিল।

## মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক (Egyptian Hieroglyphics)

### উদ্ভব ও পরিচয়

মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক হলো প্রাচীন মিশরের একটি আনুষ্ঠানিক ও পবিত্র লিখনপদ্ধতি। প্রায় ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে এই লিপির উদ্ভব হয় এবং তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি মিশরের ধর্মীয়, রাজকীয় ও স্মারক লেখায় ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় এই লিপি শুধু ভাষা লেখার মাধ্যম ছিল না; এটি ছিল ধর্ম, রাজশক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতির এক সম্মিলিত প্রকাশ।

‘হায়ারোগ্লিফিক’ শব্দটি গ্রিক hieros অর্থাৎ ‘পবিত্র’ এবং glyphein অর্থাৎ ‘খোদাই করা’ শব্দ থেকে এসেছে। তাই hieroglyphic-এর অর্থ দাঁড়ায় ‘পবিত্র খোদাই’। প্রাচীন মিশরীয়রা নিজেরা এই লিপিকে বলত ‘মেদু নেতজের’ বা ‘দেবতাদের বাণী’। তাদের বিশ্বাস ছিল, লেখার জ্ঞান দেবতা থোথের দান। তাই মন্দির, সমাধি, রাজফরমান ও ধর্মীয় স্মৃতিস্তম্ভে এই লিপির বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩শ শতকের সেটি প্রথমের সমাধি (KV17) থেকে প্রাপ্ত হায়ারোগ্লিফিকসমূহ

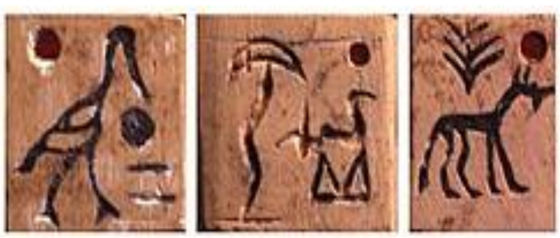

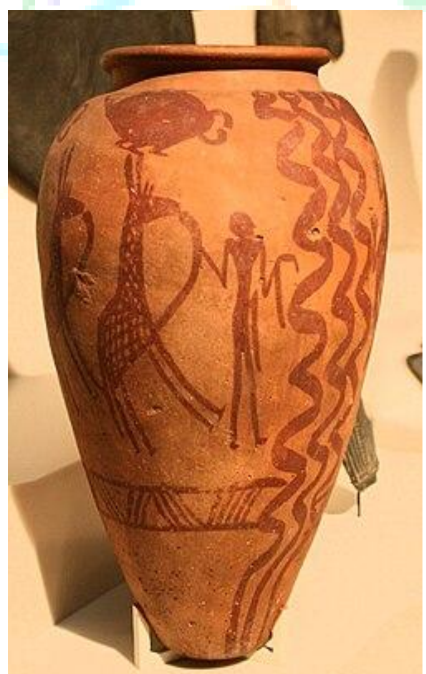

অ্যাবিডস থেকে প্রাপ্ত টোকেনগুলোর নকশা; কার্বন-তারিখ নির্ধারণ অনুযায়ী এগুলোর সময় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০–৩২০০ অব্দ। এগুলো সমসাময়িক উরুক অঞ্চলের ট্যাগগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ

নাকাদা দ্বিতীয় যুগের মৃৎপাত্রে প্রতীকসহ অঙ্কিত চিত্রসমূহ; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০–৩২০০ অব্দ

**হায়ারোগ্লিফিক কেন বিশেষ?**

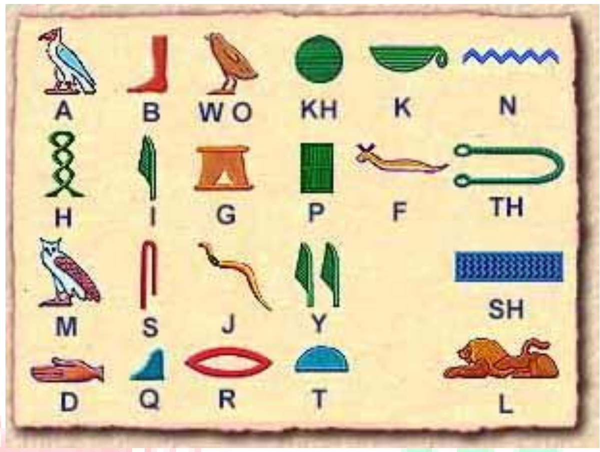


মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক একই সঙ্গে চিত্রলিপি, ধ্বনিলিপি ও ভাবলিপি। এর চিহ্নগুলো দেখতে পাখি, মানুষ, চোখ, সূর্য, জলরেখা, ঘর, পশু বা বিভিন্ন দৈনন্দিন বস্তুর মতো হলেও এগুলো সব সময় সরাসরি ছবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। কোনো চিহ্ন কখনো একটি বস্তু বোঝাত, কখনো একটি ধ্বনি বোঝাত, আবার কখনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করতে সাহায্য করত।

সহজভাবে বলা যায়–

চিত্র → ধ্বনি

চিত্র → শব্দ

চিত্র → অর্থের ইঙ্গিত

এই তিনভাবে হায়ারোগ্লিফিক চিহ্ন কাজ করত।

**হায়ারোগ্লিফিক চিহ্নগুলোকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়:**

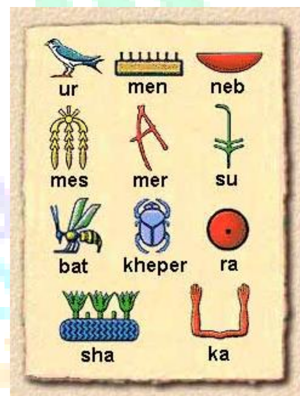


১. **বর্ণধ্বনিমূলক চিহ্ন:** এ ধরনের চিহ্ন একটি মাত্র ধ্বনি নির্দেশ করে। তবে সমস্যা হলো, মিশরীয়রা অধিকাংশ স্বরধ্বনিকে স্বাভাবিক বা অনুমিত ধরে নিত এবং সেগুলো লিখত না; যেমন– 'ব' বা 'া'-এর মতো ধ্বনি আলাদাভাবে প্রকাশ করা হতো না। তাই শব্দগুলো আসলে কীভাবে উচ্চারিত হতো, তা আমরা হয়তো কখনোই পুরোপুরি জানতে পারব না।

২. **শব্দাংশমূলক চিহ্ন:** এ ধরনের চিহ্ন দুই বা তিনটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমন্বয় প্রকাশ করে।

৩. **শব্দচিহ্ন:** এগুলো কোনো বস্তুর ছবি, যা সেই বস্তুর নাম বা শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এর পরে একটি সোজা উল্লম্ব দাগ দেওয়া হয়, যাতে বোঝানো যায় যে, একটি মাত্র চিহ্নেই সম্পূর্ণ শব্দটি প্রকাশিত হয়েছে।

৪. **নির্ধারক চিহ্ন:** নির্ধারক হলো কোনো বস্তুর ছবি, যা পাঠককে শব্দের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। যেমন– কোনো শব্দ যদি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে, তাহলে তার সঙ্গে বাঁধা ও সিলমোহর করা প্যাপিরাসের রোলের ছবি যোগ করা হতো। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো যে, শব্দটির অর্থ ছবির মাধ্যমে সরাসরি দেখানো না গেলেও লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।

**কীভাবে হায়ারোগ্লিফিক পড়া হতো?**

হায়ারোগ্লিফিক লিপির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর পাঠদিক স্থির ছিল না। এটি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে কিংবা ওপর থেকে নিচে লেখা হতে পারত। পাঠের দিক বোঝার জন্য মানুষ, পাখি বা প্রাণীর মুখ কোন দিকে আছে তা দেখা হয়।

পাঠের নিয়মটি সহজ– যেদিকে মুখ, সেদিক থেকেই পড়া শুরু।

যদি পাখি বা মানুষের মুখ বাম দিকে থাকে, তাহলে লেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে পড়তে হবে। আবার মুখ ডান দিকে থাকলে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে পড়তে হবে। কোনো লাইনে চিহ্নগুলো ওপর-নিচে সাজানো থাকলে আগে ওপরের চিহ্ন, তারপর নিচের চিহ্ন পড়া হয়।

**ব্যবহারক্ষেত্র**

হায়ারোগ্লিফিক মূলত আনুষ্ঠানিক, ধর্মীয় ও রাজকীয় লেখায় ব্যবহৃত হতো। যেমন–

মন্দিরের দেয়াল, রাজাদের সমাধি, পিরামিড ও স্মৃতিস্তম্ভ, দেবদেবীর স্তোত্র, রাজকীয় ফরমান, ধর্মীয় আচারসংক্রান্ত লেখা।

দৈনন্দিন হিসাব, চিঠিপত্র বা প্রশাসনিক কাজে এত জটিল চিত্রলিপি ব্যবহার করা কঠিন ছিল। তাই মিশরীয়রা পরে দ্রুত লেখার জন্য হায়ারাটিক এবং আরও পরে ডেমোটিক নামে সহজতর লিপির ব্যবহার শুরু করে।

## হায়ারাটিক ও ডেমোটিক: হায়ারোগ্লিফিকের সহজ রূপ

হায়ারোগ্লিফিক ছিল মূলত খোদাই ও আনুষ্ঠানিক লেখার জন্য উপযোগী। কিন্তু প্রশাসন, হিসাবরক্ষণ ও দৈনন্দিন লেখার জন্য দ্রুতলিখন দরকার ছিল। এ প্রয়োজন থেকেই হায়ারাটিক লিপির জন্ম হয়। এটি ছিল হায়ারোগ্লিফিকের কার্সিভ বা দ্রুতলিখন রূপ। পরে ডেমোটিক লিপি আরও সহজ ও সাধারণ ব্যবহারযোগ্য রূপ হিসেবে প্রচলিত হয়।

---

*উৎস: https://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/egyptian-hieroglyphic-alphabet/*

মিন প্যালেট: এটি একটি মাডস্টোন বা কাদাপাথরের প্যালেট, যেখানে উর্বরতার দেবতা মিনের আদিম হায়ারোগ্লিফিক 'মিন' উৎকীর্ণ রিলিফ আকারে দেখা যায়। প্রাক-রাজবংশীয় নাকাদা তৃতীয় যুগ; খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০–৩১০০ অব্দ

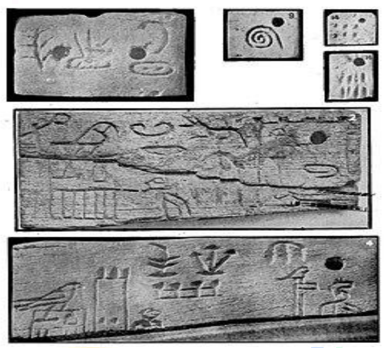

মেনেসের সমাধি থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক শিলালিপিযুক্ত লেবেলসমূহ; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০–৩০০০ অব্দ

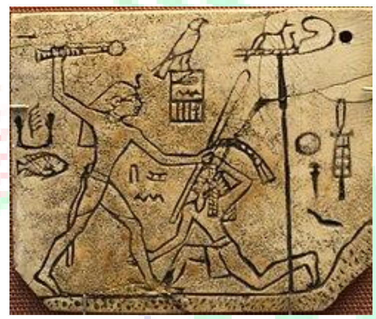

রাজা ডেনের নামযুক্ত একটি হাতির দাঁতের লেবেল; আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮৫ অব্দ

### ছক: মিশরীয় লিপির রূপভেদ

| লিপির নাম | ব্যবহার | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| হায়ারোগ্লিফিক | মন্দির, সমাধি, রাজলিপি | চিত্রধর্মী, অলংকারময়, আনুষ্ঠানিক |
| হায়ারাটিক | ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি, প্রশাসনিক কাজ | দ্রুতলিখন, তুলনামূলক সরল |
| ডেমোটিক | দৈনন্দিন নথি, আইন, বাণিজ্য | আরও সরল, সাধারণ মানুষের কাজে উপযোগী |

## রোসেটা স্টোন ও পাঠোদ্ধার

হায়ারোগ্লিফিক লিপি একসময় হারিয়ে যায়। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের পর মিশরের প্রাচীন মন্দিরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিশেষজ্ঞ লিপিকারদের ধারাও বিলুপ্ত হয়। ফলে বহু শতাব্দী ধরে মানুষ হায়ারোগ্লিফিক পড়তে পারত না।

১৭৯৯ সালে মিশরের রোসেটা অঞ্চলে রোসেটা স্টোন আবিষ্কারের পর এই রহস্য ভাঙার পথ খুলে যায়। রোসেটা স্টোনে একই রাজকীয় ফরমান তিনটি লিপিতে লেখা ছিল–

১. মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক

২. ডেমোটিক

৩. প্রাচীন গ্রিক

গ্রিক ভাষা তখন পন্ডিতেরা পড়তে পারতেন। তাই গ্রিক অংশকে ভিত্তি করে তারা হায়ারোগ্লিফিক ও ডেমোটিক অংশের সঙ্গে তুলনা শুরু করেন। ১৮২২ সালে ফরাসি পন্ডিত Jean-François Champollion প্রমাণ করেন যে, হায়ারোগ্লিফিক কেবল রহস্যময় ছবি নয়; এগুলো ধ্বনিগতভাবেও মিশরীয় ভাষাকে প্রকাশ করে। তাঁর এই আবিষ্কার আধুনিক মিশরবিদ্যার দরজা খুলে দেয়।

**সময়রেখা**

| **সময়কাল** | **ঘটনা** |
|---|---|
| প্রায় ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ | হায়ারোগ্লিফিক লিপির উদব |
| প্রাচীন রাজ্যকাল | সমাধি, পিরামিড ও রাজলিপিতে ব্যবহার বৃদ্ধি |
| মধ্য ও নতুন রাজ্যকাল | ধর্মীয় ও রাজকীয় লেখায় ব্যাপক ব্যবহার |
| **সময়কাল** | **ঘটনা** |
| পরবর্তী যুগ | হায়ারাটিক ও ডেমোটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি |
| ৩৯৪ খ্রিষ্টাব্দ | শেষ পরিচিত হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি |
| ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দ | রোসেটা স্টোন আবিষ্কার |
| ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দ | শঁপোলিয়োঁ হায়ারোগ্লিফিক পাঠোদ্ধার করেন |

## বিশ্বলিপির ইতিহাসের গুরুত্ব

মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক মানবসভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ লিখনপদ্ধতি। কিউনিফর্ম, চিনা লিপি ও মায়া লিপির মতো এটিও মানবজাতির স্বাধীনভাবে বিকশিত প্রধান প্রাচীন লিখনধারার একটি হিসেবে বিবেচিত। এই লিপি প্রমাণ করে যে, মানুষ কেবল কথা বলেই নয়, ছবি, প্রতীক ও ধ্বনির মিলিত ব্যবস্থার মাধ্যমেও জ্ঞান, বিশ্বাস ও ইতিহাস সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ছদ্ম-ইবন ওয়াহশিয়ার হায়ারোগ্লিফিক পাঠ অনুবাদের প্রচেষ্টা

১৭১৪ সালে Acta Eruditorum-এ প্রকাশিত Tabula Aegyptiaca hieroglyphicis exornata থেকে নেওয়া চিত্র

## ফিনিশীয় বর্ণমালা – আধুনিক লিপির জনক

### উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশ

**ফিনিশীয় বর্ণমালা:** আধুনিক বর্ণলিপির বিকাশে একটি ঐতিহাসিক ধাপ। এ বর্ণমালা মানবসভ্যতার লিখন-ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী আবিষ্কার। এটি প্রাচীন ফিনিশীয় সভ্যতায় ব্যবহৃত একটি ব্যঞ্জনভিত্তিক বর্ণমালা, যার ব্যবহার আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০৫০ অব্দ থেকে শুরু হয়। ফিনিশীয়রা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দক্ষ নাবিক ও বণিক। তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমেই এই বর্ণমালা ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল; যেমন– গ্রিস, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

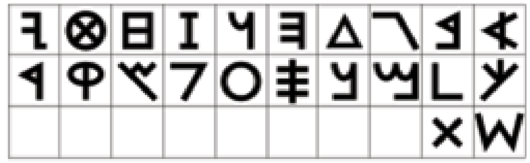

ফিনিশীয় বর্ণমালা ছিল একটি 'আবজাদ' বা ব্যঞ্জনলিপি। এতে মোট ২২টি বর্ণ ছিল এবং এগুলো প্রধানত ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দেশ করত। আধুনিক বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালার মতো স্বরবর্ণ আলাদা করে লেখার প্রচলন এতে ছিল না। পাঠক

ভাষাজ্ঞান ও প্রসঙ্গের সাহায্যে স্বরধ্বনি বুঝে নিত। লিপিটি ফিনিশীয় বর্ণমালার বাইশটি বর্ণ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হতো। এই নির্দিষ্ট লেখনদিকও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মেশা স্তম্ভলিপিতে ব্যবহৃত লিপির অনুরূপ ফিনিশীয় বর্ণমালা জ্যাঁ-জাক বার্তেলেমি কর্তৃক ফিনিশীয় মুদ্রার অধ্যয়ন ঐতিহাসিকভাবে ফিনিশীয় বর্ণমালার উৎস মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক ও প্রোটো-সিনাইয়াটিক লিপির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাচীন চিত্রলিপির জটিল চিহ্নগুলো ধীরে ধীরে সরল ধ্বনিচিহ্নে রূপ নিতে থাকে। সেই ধারাবাহিক বিকাশের ফলেই ফিনিশীয় বর্ণমালা গড়ে ওঠে। কিউনিফর্ম বা মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিকের মতো জটিল লিখনপদ্ধতির তুলনায় ফিনিশীয় লিপি ছিল অনেক সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাবহারিক। মাত্র কয়েকটি বর্ণ শিখেই লেখালেখি করা সম্ভব ছিল বলে এটি দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

ফিনিশীয় বর্ণমালার বিস্তারে বাণিজ্যের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিনিশীয় বণিকেরা সমুদ্রপথে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করত। বাণিজ্যিক চুক্তি, হিসাব, পণ্যতালিকা ও প্রশাসনিক কাজে সহজ লিপির প্রয়োজন ছিল। ফিনিশীয় বর্ণমালা সেই প্রয়োজন পূরণ করে। ফলে এটি কেবল ভাষা লেখার মাধ্যম হিসেবে নয়; অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিনিময়ের হাতিয়ার হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মেশা স্তম্ভলিপিতে ব্যবহৃত লিপির অনুরূপ ফিনিশীয় বর্ণমালা

জ্যাঁ-জাক বার্তেলেমি কর্তৃক ফিনিশীয় মুদ্রার অধ্যয়ন

খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতকের জায়িত স্টোনের একটি অংশের আলোকচিত্র: ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা বর্ণগুলো হলো– ওয়াও, হে, হেত, জায়িন, তেত

এই বর্ণমালার সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক গুরুত্ব হলো– এটি বহু আধুনিক লিপির পূর্বসূরি। গ্রিকরা ফিনিশীয় বর্ণমালা গ্রহণ করে নিজেদের ভাষার উপযোগী করে পরিবর্তন করে এবং তাতে স্বরবর্ণের ব্যবহার যুক্ত করে। পরে গ্রিক বর্ণমালা থেকে লাতিন বর্ণমালার বিকাশ ঘটে, যা আজকের ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশসহ বহু ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি। অন্যদিকে ফিনিশীয় লিপি থেকে আরামায়িক লিপির বিকাশ ঘটে; আর আরামায়িক থেকে হিব্রু, সিরিয়াক, নাবাতীয় ও আরবি লিপির বিকাশে প্রভাব পড়ে।

ফিনিশীয় বর্ণগুলোর নামও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক বর্ণের নাম দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন– আলেফ অর্থ গোরু বা ষাঁড়ের মাথা, বেথ অর্থ ঘর, মেম অর্থ পানি, আয়িন অর্থ চোখ, পে অর্থ মুখ, রেশ অর্থ মাথা। এ ধরনের নামকরণ বর্ণ শেখাকে সহজ করেছিল এবং প্রাচীন সমাজে লিপির ব্যবহারকে আরও বাস্তবমুখী করে তুলেছিল।

গবেষণামূলক দৃষ্টিতে দেখা যায়, ফিনিশীয় বর্ণমালা শুধু একটি লিপি নয়; এটি জটিল লিপি থেকে সহজ ধ্বনিভিত্তিক লিখনব্যবস্থায় রূপান্তরের একটি বড়ো উদাহরণ। এর মাধ্যমে লিখনপদ্ধতি অভিজাত পুরোহিত বা রাজকীয় লিপিকারদের সীমা অতিক্রম করে বাণিজ্যিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে জ্ঞান, হিসাব, চুক্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়।

সুতরাং ফিনিশীয় বর্ণমালা মানবসভ্যতার ভাষা ও লিপির ইতিহাসে এক মৌলিক অধ্যায়। এর প্রভাব গ্রিক, লাতিন, আরামায়িক, হিব্রু ও আরবি লিপির মাধ্যমে আজও বিদ্যমান। আধুনিক বিশ্বের বহু বর্ণমালার পেছনে ফিনিশীয় লিপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রয়েছে। তাই ফিনিশীয় বর্ণমালাকে আধুনিক বর্ণলিপির বিকাশে একটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

১৭৫৮ সালে জ্যাঁ-জাক বার্তেলেমি কর্তৃক পাঠোদ্ধারকৃত ফিনিশীয় বর্ণমালা। ১ নম্বরটি মেলকার্টের সিপ্পি শিলালিপি থেকে, ২ নম্বরটি মুদ্রা থেকে এবং ৩ নম্বরটি পোককের কিতিয়ন শিলালিপি থেকে নেওয়া

## মাত্র ২২টি বর্ণ– কেন এটি বিপ্লব ছিল?

কিউনিফর্ম ও হায়ারোগ্লিফিকে শত শত জটিল চিহ্ন মুখস্ত করতে হতো, যা দীর্ঘ পেশাদার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতো এবং সাক্ষরতাকে ক্ষুদ্র একটি অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ফিনিশীয় বর্ণমালার আকর্ষণীয় উদ্ভাবন ছিল এর ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রভৃতি– এক ধ্বনি এক চিহ্ন – ফলে মাত্র কয়েক ডজন চিহ্নেই কাজ চলত।

## ফিনিশীয় থেকে বিশ্বের বর্ণমালার বিস্তার

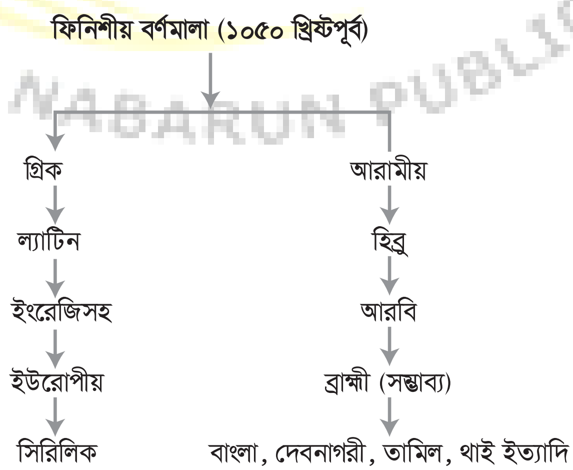


NABARUN PUBLICATION

'The Phoenician system is considered the first true alphabet and is the ultimate ancestor of many modern scripts, including Arabic, Cyrillic, Greek, Hebrew, Latin, and possibly Brahmic.'

## ব্রাহ্মী লিপি– ভারতীয় উপমহাদেশের আদিলিপি

### উদ্ভব ও প্রাচীনতম নিদর্শন

**ব্রাহ্মী লিপি:** ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি-ঐতিহ্যের প্রাচীন ভিত্তি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে লিপির আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভাষা মানুষের মুখে উচ্চারিত হলেও লিপি সেই ভাষাকে স্থায়িত্ব দেয়। লিপির মাধ্যমেই মানুষের জ্ঞান, আইন, ধর্ম, রাজনীতি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি-ইতিহাসে ব্রাহ্মী লিপি এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ লিখনপদ্ধতি; যার প্রভাব আজও দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু আধুনিক লিপিতে বিদ্যমান। বাংলা, দেবনাগরী, গুজরাটি, গুরুমুখী, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, সিংহলি, তিব্বতি প্রভৃতি বহু লিপির ঐতিহাসিক শিকড় ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে যুক্ত।

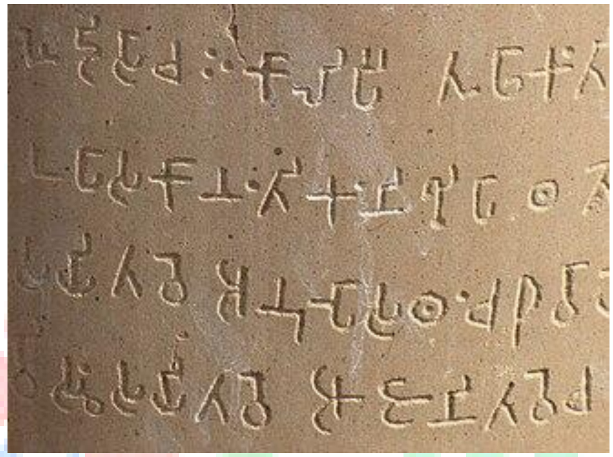

সারনাথে অশোক স্তম্ভে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপি (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ)

ব্রাহ্মী লিপি ছিল প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহৃত একটি শব্দীয় বর্ণমালা বা alphasyllabary ধরনের লিখনপদ্ধতি। এতে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরধ্বনির সম্পর্ক বিশেষভাবে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ, একটি ব্যঞ্জনচিহ্নের মধ্যে সাধারণত একটি অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি থাকে এবং প্রয়োজনে স্বরচিহ্নের সাহায্যে সেই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী ভারতীয় লিপিগুলোর মৌলিক গঠনকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক বাংলা লিপিতেও আমরা এই ধারার প্রভাব দেখি; যেমন– 'ক' নিজে এক ধরনের ধ্বনি বহন করে, আবার 'কা', 'কি', 'কু', 'কে' ইত্যাদি স্বরচিহ্ন যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

ঐতিহাসিকভাবে ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম সুস্পষ্ট নিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর ধর্মনীতি, নৈতিক উপদেশ ও প্রশাসনিক নির্দেশ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পাথর ও স্তম্ভে শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন। এসব শিলালিপির বেশির ভাগই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। অশোকের শিলালিপির কারণে ব্রাহ্মী লিপি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। এসব লিপি থেকে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি কীভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করত এবং নৈতিক রাষ্ট্রচিন্তা প্রচার করত।

ব্রাহ্মী লিপি সাধারণত বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হতো।

এটি তার সমসাময়িক খরোষ্ঠী লিপি থেকে পৃথক। খরোষ্ঠী লিপি প্রধানত উত্তর–পশ্চিম ভারত, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো এবং সেটি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হতো। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী– দুই লিপিই প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি–ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ; তবে ব্রাহ্মী লিপির প্রভাব অনেক বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী।

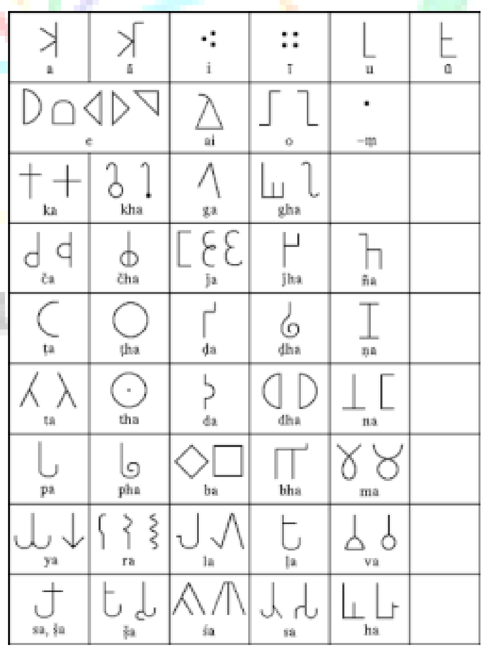


ব্রাহ্মী লিপির কিছু সাধারণ বানানভেদ

ব্রাহ্মী লিপির উৎস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী, ব্রাহ্মী লিপি সেমিটিক বা আরামীয় লিপি দ্বারা প্রভাবিত। এই মতের সমর্থকেরা ব্রাহ্মী ও আরামীয় লিপির কিছু অক্ষররূপের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেন যে, ব্রাহ্মী হয়তো পশ্চিম এশীয় কোনো বর্ণলিপির প্রভাব গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষার উপযোগী করে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে আরেকটি মত অনুযায়ী, ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যেই। কয়েকজন গবেষক মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার অপ্রকাশিত বা এখনো অপাঠোদ্ধারিত লিপির সঙ্গে ব্রাহ্মীর কোনো ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তাই ব্রাহ্মী লিপির উৎস প্রশ্নটি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

ব্রাহ্মী লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ধ্বনিগত ও গাঠনিক সংগঠন। এতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক ব্যবহার ছিল। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরচিহ্ন যুক্ত হয়ে শব্দের ধ্বনি গঠন করত। এই পদ্ধতি ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্য অত্যন্ত কার্যকর ছিল, কারণ ভারতীয় ভাষায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মীর এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তী দেবনাগরী, বাংলা-অসমীয়া, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালমসহ বহু লিপিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাংলার ইতিহাসেও ব্রাহ্মী লিপির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে পাওয়া প্রাচীন শিলালিপি ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ। এটি বাংলার প্রাচীনতম লিপিতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। মহাস্থানগড়ের এই শিলালিপি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন বাংলায় প্রশাসনিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক কাজে লিখনপদ্ধতির ব্যবহার ছিল। এর মাধ্যমে বাংলার প্রাচীন নগরসভ্যতা, প্রশাসনিক কাঠামো এবং ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মী লিপি শুধু উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; দক্ষিণ ভারতেও এর গুরুত্বপূর্ণ রূপ দেখা যায়। তামিল-ব্রাহ্মী লিপি দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম লিখনরীতির অন্যতম। তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন স্থানে তামিল–ব্রাহ্মী শিলালিপি পাওয়া গেছে। গুহার প্রবেশপথ, পাথরের বিছানা, মৃৎপাত্র, মুদ্রা, সীল ও আংটিতে এই লিপির নিদর্শন দেখা যায়। এসব নিদর্শন দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সমাজ, ধর্ম, বাণিজ্য ও ভাষার ইতিহাস বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মী থেকে গুপ্তলিপির বিকাশ ঘটে। পরে গুপ্তলিপি থেকে সিদ্ধম, নাগরী এবং দেবনাগরী লিপির জন্ম হয়। পূর্ব ভারতে গৌড়ী লিপির মাধ্যমে বাংলা-অসমীয়া লিপির বিকাশ ঘটে। দক্ষিণ ভারতে পল্লব, গ্রন্থ, তামিল, কন্নড়, তেলুগু ও মালয়ালম লিপির বিকাশে ব্রাহ্মীর প্রভাব রয়েছে। আবার শ্রীলঙ্কায় সিংহলি লিপি এবং তিব্বত অঞ্চলে তিব্বতি লিপির বিকাশেও ব্রাহ্মী-উদ্ভূত ধারার প্রভাব দেখা যায়।

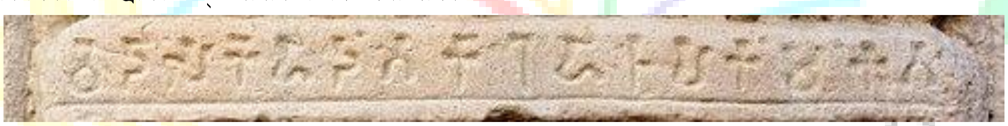

Ve di sa ke hi dam ta ka re hi ru pa kam man ka tam

সাঁচী থেকে ২১০০ বছর পুরোনো খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর একটি শিলালিপি

ব্রাহ্মী লিপির আরেকটি বড়ো অবদান হলো সংখ্যা-পদ্ধতির বিকাশে এর ভূমিকা। ব্রাহ্মী সংখ্যাচিহ্ন পরবর্তী ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি তৈরি করে, যা ক্রমে ইন্দো-আরবি সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশে ভূমিকা রাখে। আজকের বিশ্বে ব্যবহৃত ০, ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার ইতিহাস ভারতীয় সংখ্যা-পদ্ধতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই ব্রাহ্মী লিপি শুধু বর্ণলিপির ইতিহাসেই নয়, গণিত ও সংখ্যাতত্ত্বের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ।

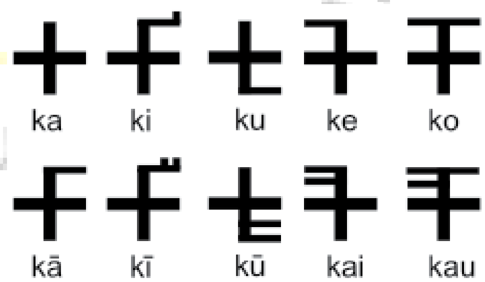


ব্রাহ্মী 'ক'-এর চিহ্ন। স্বরবর্ণের সাথে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। ১৮৩৭ সালে জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী লিপি পাঠোদ্ধারে সাফল্য অর্জন করেন। এর ফলে অশোকের শিলালিপিগুলো পড়া সম্ভব হয় এবং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের বহু অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হয়। অশোক যে কেবল কিংবদন্তির চরিত্র নন; বরং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এক শক্তিশালী সম্রাট– এ ধারণা আরও সুদৃঢ় হয়। ফলে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসবিদ্যার জন্য এক বিশাল অর্জন।

গবেষণামূলক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মী লিপির গুরুত্ব কয়েকটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **প্রথমত,** এটি ভারতীয় উপমহাদেশের বহু আধুনিক লিপির মূল ভিত্তি। **দ্বিতীয়ত,** এটি প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রচার ও সামাজিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল। **তৃতীয়ত,** এটি ভাষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান সংরক্ষণের শক্তিশালী উপায় হিসেবে কাজ করেছে। **চতুর্থত,** এর মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও শ্রীলঙ্কার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বোঝা যায়।

সবশেষে বলা যায়, ব্রাহ্মী লিপি ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা, ধর্মীয় ইতিহাস এবং জ্ঞানবিকাশের এক মৌলিক ভিত্তি। অশোকের শিলালিপি থেকে মহাস্থানগড়ের নিদর্শন, তামিল-ব্রাহ্মী থেকে বাংলা লিপি– সব ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মীর ঐতিহাসিক ছাপ স্পষ্ট। তাই ব্রাহ্মী লিপিকে দক্ষিণ এশীয় লিপি-ঐতিহ্যের জননী বলা অযৌক্তিক নয়। মানব-সভ্যতার লিপি-বিবর্তনের ইতিহাসে এটি এক অনন্য, প্রভাবশালী ও দীর্ঘস্থায়ী অধ্যায়।

### উৎস নিয়ে বিতর্ক

ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব ভারতীয় লিপিবিজ্ঞানের অন্যতম বড়ো রহস্য– কারণ এর আগে কোনো লিপির নিদর্শন পাওয়া যায় না। এটি হঠাৎ করেই পূর্ণ বিকশিত রূপে আবির্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ পণ্ডিত আরামীয় প্রভাবের পক্ষে, অন্যরা সিন্ধু লিপির সংযোগের কথা বলেন।

| মতবাদ | প্রবক্তা | যুক্তি |
|---|---|---|
| আরামীয় উৎস | Georg Bühler, Britannica | বর্ণরূপে সাদৃশ্য, আকেমেনিড প্রশাসনিক ভাষা |
| স্বদেশী উৎস | কিছু ভারতীয় পণ্ডিত | সিন্ধু লিপির ধারাবাহিকতা |
| সংকর উৎস | Karan Pillai (২০২১) | আরামীয় + ফিনিশীয় + গ্রিকের মিশ্রণ |

### ব্রাহ্মীর পাঠোদ্ধার

ব্রাহ্মী লিপির সবচেয়ে পরিচিত নিদর্শন হলো অশোকের শিলালিপি, যার তারিখ ২৫০–২৩২ খ্রিস্টপূর্ব। James Prinsep ১৮৩৭ সালে এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন।

### ব্রাহ্মীর উত্তরসূরি

ব্রাহ্মী হলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ আধুনিক লিপির পূর্বপুরুষ। এর থেকে উদ্ভূত হয়েছে ৪০টিরও বেশি আধুনিক লিখন পদ্ধতি– দেবনাগরী, বাংলা, তিব্বতি, থাই, বার্মিজ, সিংহলি।

### মূল পরিবর্তনের ধারা:

| ধাপ | লিপি | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| ১ | ব্রাহ্মী | মূল লিপি, অশোকের শিলালিপি |
| ২ | গুপ্ত | গুপ্ত সাম্রাজ্যে পরিমার্জিত রূপ |
| ৩ | সিদ্ধমাতৃকা | বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহার |
| ৪ | কুটিল | জটিল, বাঁকানো আকার |
| ৫ | প্রাচীন বাংলা | চর্যাপদের যুগ – স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট |
| ৬ | মধ্য বাংলা | মঙ্গলকাব্যের যুগ |
| ৭ | আধুনিক বাংলা | চার্লস উইলকিন্সের মুদ্রণ (১৭৭৮), বিদ্যাসাগরের সংস্কার |

**বাংলা লিপির বিশেষ পরিচয়– মাত্রা:** বাংলার প্রতিটি বর্ণের ওপরে যে অনুভূমিক রেখাটি আছে তাকে মাত্রা বলে। এটি অন্য কোনো লিপিতে নেই। এটিই বাংলা লিপিকে পৃথিবীর সব লিপি থেকে দৃশ্যত আলাদা করে।

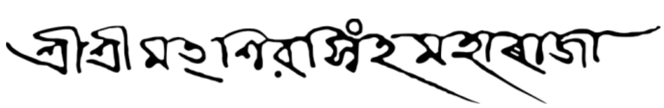

এখানে বাংলা-অসমীয়া লিপিতে লেখা রয়েছে, 'শ্রীশ্রীমত্শিৰসিংহমহাৰাজা' (শ্রীশ্রীমৎশিবসিংহমহারাজা)। লক্ষণীয়, এখানে আধুনিক অসমীয়া 'ৰ' ('wô/vô')-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত বিন্দু যুক্ত র (wô) ব্যবহৃত হয়েছে, যার ধ্বন্যাত্মক মান অপরিবর্তিত। এছাড়াও, অধুনা তির্যক দণ্ডযুক্ত 'অনুস্বার' (ং ৎ)-এর পরিবর্তে শুধু বিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে।

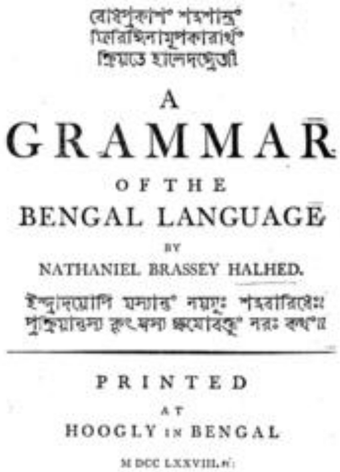


অ আ ই ঈ উ ঊ
ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল
শ ষ স হ
ড় ঢ় য়
ৎ ং ঃ ঁ

আধুনিক বাংলা বর্ণমালা

*বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড কর্তৃক ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত 'আ গ্রামার অব দা বেঙ্গাল ল্যাঙ্গুয়েজ' পুস্তকের স্ক্যান করা প্রচ্ছদ*

## একনজরে বিশ্বের প্রধান লিপির কালপঞ্জি

- ৩৫০০০ খ্রিস্টপূর্ব — গুহাচিত্র (লাস্কো, আলতামিরা)
- ৮০০০ খ্রিস্টপূর্ব — মেসোপটেমিয়ায় গণনার টোকেন (token)
- ৩৩০০ খ্রিস্টপূর্ব — কিউনিফর্ম– সুমের, মেসোপটেমিয়া ★ প্রথম লিপি
- ৩১০০ খ্রিস্টপূর্ব — হায়ারোগ্লিফিক– প্রাচীন মিশর
- ২৬০০ খ্রিস্টপূর্ব — সিন্ধু লিপি– হরপ্পা সভ্যতা (এখনো অপাঠ্য)
- ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব — ওরাকল বোন লিপি– শাং রাজবংশ, চীন
- ১০৫০ খ্রিস্টপূর্ব — ফিনিশীয় বর্ণমালা ★ আধুনিক বর্ণমালার জনক
- ৮০০ খ্রিস্টপূর্ব — গ্রিক বর্ণমালা (ফিনিশীয় থেকে)
- ৩০০ খ্রিস্টপূর্ব — ব্রাহ্মী লিপি ★ ভারতীয় লিপির আদি
- ২০০ খ্রিস্টপূর্ব — লাতিন বর্ণমালা (গ্রিক থেকে)
- ৬ষ্ঠ শতক — প্রাচীন বাংলা লিপির উদ্ভব
- ৭ম শতক — আরবি লিপি (আরামীয় থেকে)
- ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ — বাংলা মুদ্রণলিপি (উইলকিন্স)
- বর্তমান — ইউনিকোড বাংলা (U + 0980 – U + 09FF)

NABARUN PUBLICATION

## লিপির শ্রেণিবিভাগ

| শ্রেণি | বর্ণনা | উদাহরণ |
|---|---|---|
| চিত্রলিপি (Pictograph) | বস্তুর সরাসরি ছবি | গুহাচিত্র, প্রাচীন কিউনিফর্ম |
| ভাবলিপি (Ideograph) | ছবি দিয়ে ধারণা প্রকাশ | প্রাচীন চিনা লিপি |
| লাগোগ্রাফিক (Logograph) | একটি চিহ্ন = একটি শব্দ | হায়ারোগ্লিফিক, সুমেরীয় |
| সিলাবিক (Syllabic) | একটি চিহ্ন = একটি অক্ষর | জাপানি হিরাগানা, কিউনিফর্ম (পরে) |
| আবুগিদা (Abugida) | ব্যঞ্জন + স্বর একসাথে | বাংলা, দেবনাগরী, থাই |

| | | |
|---|---|---|
| বর্ণমালা (Alphabet) | একটি চিহ্ন = একটি ধ্বনি | গ্রিক, ল্যাটিন, আরবি |

***লিপির ইতিহাসের তথ্যসূত্র:***


1. *The Collector – Dragatakis, Maria (2021). "Cuneiform to Hieroglyphics: The Evolution of Western Alphabets." https://www.thecollector.com/cuneiform-hieroglyphics-evolution-western-alphabets/*
2. *Linguistic Discovery – "From counting to cuneiform: How writing was invented" (2024). https:// linguisticdiscovery.com/posts/sumerian-numerals/*
3. *Wikipedia – "Alphabet." https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet*
4. *EBSCO Research Starters – "Sumerians Invent Writing." https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/sumerians-invent-writing*
5. *World History Encyclopedia – "Cuneiform: The Writing Szstem That Made History" (2026). https:// www.worldhistory.org/cuneiform/*
6. *Encyclopædia Britannica – "Writing: Sumerian writing." https://www.britannica.com/topic/writing/Sumerian-writing*
7. *Metropolitan Museum of Art – "The Origins of Writing." https://www.metmuseum.org/essays/the-origins-of-writing*
8. *World History Encyclopedia – "Brahmi Script" (2016). https://www.worldhistory.org/Brahmi_Script/*
9. *Encyclopædia Britannica – "Brahmi." https://www.britannica.com/topic/Brahmi*
10. *Wikipedia – "Phoenician alphabet." https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet*
11. *Wikipedia – "Egyptian hieroglyphs." https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_hieroglyphs*
12. *Wikipedia – "History of the alphabet." https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_alphabet*
13. *Itihaas.ai – "Brahmi Script: Indian Languages & Heritage" (2025). https://itihaas.ai/en/languages/brahmi-script*
14. *JETIR Research Journal – "Development of scripts in India – A Studz." https://www.jetir.org/papers/ JETIR2004600.pdf*


SINCE 1993
NABARUN PUBLICATION